দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 JAN 1997 পৃঃ ৫ কলাম ৩

উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়ন ঃ সকল স্তরে সমন্বিত প্রয়াস চাই

বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার ন্যূনতম মান বজায় থাকছে না। উচ্চ শিক্ষার ন্যূনতম মান নিশ্চিত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গুণগত উৎকর্ষের ওপর জোর দিয়েছে। দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ন্যূনতম মান বজায় রাখবার সমস্যা এক দিনের নয়। দীর্ঘদিন ধরেই এর প্রয়োজনীয়তার কথা উচ্চারিত হচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে নানা মুখরোচক সংবাদ। উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে জ্ঞানের ঘাটতির কথা। পাশাপাশি দ্বিতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজীর ওপর দক্ষতার অভাবে বহু আন্তর্জাতিক বৃত্তি থাকছে অব্যবহৃত। এই পরিস্থিতি আমাদের জন্য কল্যাণকর তো নয়ই, সম্মানজনকও নয়।

দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবিলায় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপ বাড়ছে। নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করতে হচ্ছে। কিন্তু খতিয়ে দেখা সম্ভব হচ্ছে না যে, এর জন্য পর্যাপ্ত দক্ষ শিক্ষকমন্ডলী আছে কিনা, আছে কিনা প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ।

চার স্তরে বিভক্ত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার পর বিকল্প ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা সাধারণ মানের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে চায়। বিএ, এমএ পাস করতে চায়। কিন্তু এই পাস শেষে জীবিকা কিংবা জাতির কল্যাণে অবদান রাখার প্রক্রিয়া কী হবে অর্জিত বিদ্যা-ডিগ্রী-জ্ঞান দিয়ে সে বিষয়ে কেউই নিশ্চিত নয়। ফলে দেখা যায়, কলা বিভাগে সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে কেউ ব্যাংকের চাকরিতে যোগ দেন, বাণিজ্য বিভাগের ডিগ্রী নিয়ে হতে হয় সমাজ সংগঠক, বিজ্ঞানে ডিগ্রী নিয়ে চাকরির খোঁজ করতে হয় পুলিশ বিভাগে, ডাক্তাররা যোগ দিতে চান বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে। এই প্রবণতার মধ্যে দোষের কিছু নেই। উচ্চ শিক্ষা মানে মনন বিকাশের নির্ধারিত স্তর। সে স্তর অর্জন করার পর যে কোন চাকরির জন্য ছুটতে পারেন যে কেউ। কিন্তু এক এক ছাত্রের শিক্ষা জীবনের পেছনে সরকারকে তথা জনগণকে যে বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে হয় তার অপচয় ঘটে এই প্রবণতার কারণে। সে অপচয়ও নিঃসন্দেহে বিরাট।

আর এ কারণেই দরকার চাহিদা মাফিক উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা। সে ক্ষেত্রে সমস্যা বহুবিধ। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা জোরদার করে তোলার ওপর নির্ভরশীল প্রায় সব কিছু। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যদি ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে, তা হলে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, দু'হাজার দশ সালে আমাদের কতজন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ব্যাংকারের প্রয়োজন হবে। এই ধারার কতজন জনশক্তি হিসাবে বিদেশে চাকরি পাবেন। সে অনুযায়ী এখন থেকেই ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

কিন্তু এ কাজটাও কঠিন। জনবহুল দেশ। কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। দক্ষ জনশক্তি, কারিগরি জনশক্তির চাহিদাও সীমিত। সেখানে লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী প্রতিবছর এসে দাঁড়াচ্ছে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক কিংবা স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে। তারা যাবে কোথায়। আর যদি পড়তে না পারে, তা হলে অদক্ষ, বেকারের জীবন বেছে নিতে হবে একজন তরুণকে। বেকারত্ব হয়ত তাকে টানবে অন্ধকার পথে। সে পথে সামাজিক সমস্যা আরও বাড়বে। আর একথা মনে রেখেই উচ্চ শিক্ষার অর্গল খুলে দিতে হয়। পাস করুক বিএ-এমএ তারপর দেখা যাবে।

আধুনিক উন্নত বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ফারাকটাও সে কারণে সৃষ্টি হয়েছে। উন্নত বিশ্বে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা শেষে কারিগরি শিক্ষার দিকেই বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রী ঝোঁকে। তাদের কেউ হয় কাঠমিস্ত্রী, বিদ্যুৎ মিস্ত্রী, গাড়ি মেরামত কর্মী, নির্মাণ মিস্ত্রী প্রভৃতি। তার কারণ শিক্ষার এই স্তরে আসতে আসতে তাদের বয়স ১৮ পেরিয়ে যায়। তারা উপার্জন করতে চায়, নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। ফলে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা কাজে ঢুকে পড়ে। সেক্ষেত্রে সুবিধা হল, এ ধরনের দক্ষ শ্রমিক-কর্মীর চাহিদাও উন্নত বিশ্বে নিঃশেষ হয় না। প্রশিক্ষণ শেষে বের হলে কাজ আছে। সে কাজে উপার্জন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়, বরং সে ক্ষেত্রে অনেক বেশী।

অপর দিকে খুব মেধাবী ছাত্ররা শিক্ষকতার জন্য, বিজ্ঞান-গবেষণার জন্য ঝোঁকেন উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে। আরও দীর্ঘদিন অনুশীলন শেষে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজের মেধা-মনন উৎসর্গ করেন। এভাবেই গোটা জাতি অগ্রসর হয়।

কিন্তু আমরা তো এমন নিশ্চয়তা দিতে পারি না যে, কারিগরি প্রশিক্ষণ শেষে যত ছাত্র বেরোবে, তাদের সবাই চাকরি পাবে ও কর্মসংস্থানের কোন অভাব হবে না। আর সে জন্যই পড়ালেখা অব্যাহত রাখার স্বার্থে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য লাইন পড়ে।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ন্যূনতম মান বজায় রাখার সমস্যার সঙ্গে এই বেকারত্ব সমস্যার সম্পর্ক আছে। শিক্ষার প্রতিটি ধাপে যথোপযুক্ত শিক্ষার অভাব আছে। এর মধ্যে বাণিজ্যও আছে। সরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলোর শিক্ষার মান নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের ধারণা সরকারী প্রাইমারী স্কুলে কোন লেখাপড়াই হয় না। এই ধারণা কিছুটা অতিরঞ্জিত হলেও একেবারে অমূলক নয়। আর তাই বিস্তার লাভ করেছে কিন্ডার গার্টেন বাণিজ্য। মাধ্যমিক পর্যায়ে আবার সরকারী স্কুলগুলোর সুনাম বেশী। কিন্তু সেখানে ভর্তির সুযোগ সীমিত। ফলে বেশীর ভাগ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি হতে হয় নিম্নমানের বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলে। বেসরকারী স্কুল-কলেজগুলোতে সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া, লেখা পড়ার মান খারাপ। তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে।

কিন্তু কেন? এর কারণ বহুবিধ। তার মধ্যে প্রধান কারণ শিক্ষকদের দক্ষতার অভাব। কারণ শিক্ষাক্ষেত্রে এই পর্যায়ে বেসরকারী স্কুল-কলেজে চাকরি তারা গ্রহণ করেন, যারা অন্য কোন সরকারী চাকরি জোগাড় করতে পারেন না। এদের মধ্যে দক্ষ যারা তারাও এক সময় সরকারী স্কুল-কলেজে চাকরি নিয়ে চলে যান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দক্ষ লোকদের ধরে রাখার ব্যবস্থা করা গেলে এই সমস্যার উদ্ভব ঘটত না।

কিন্তু মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষকের চাকরি আমাদের দেশে আকর্ষণীয় নয়। সে কথাও মনে রাখতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও যথার্থ শিক্ষার সঙ্কট সৃষ্টি হয়। ভাল শিক্ষার জন্য চাই ভাল দক্ষ শিক্ষক। দক্ষ শিক্ষকের জন্য চাই আকর্ষণীয় বেতন, সুযোগ-সুবিধা, ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার ব্যবস্থা। সে ব্যবস্থা দেয়া গেলে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও যোগ্য লোকরা চাকরি অনুসন্ধান করবেন।

এখনও পর্যন্ত সুযোগ-সুবিধার কারণে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরির চেয়ে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা যে কোন সরকারী চাকরি আকর্ষণীয়। সবচেয়ে মেধাবী ছাত্ররা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরিও করতে চান না। ক্রমান্বয়ে তাঁদের জন্য আরও আকর্ষণীয় চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে শিক্ষার মানে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে।

উচ্চ শিক্ষার ন্যূনতম মান ধরে রাখার জন্য তাই শিক্ষা পরিকল্পনা দরকার প্রাথমিক পর্যায় থেকে। প্রতিটি ধাপেই শিক্ষকতার চাকরি আকর্ষণীয় করে তোলা দরকার। এটা দরকার ভবিষ্যৎ বংশধরদের সামগ্রিক কল্যাণের জন্যই।

সামনের দিনগুলি হবে বিশ্বময় প্রতিযোগিতার দিন। পৃথিবীর সমান তালে এগিয়ে যাবার জন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকেও করতে হবে আন্তর্জাতিকমানের। তা না হলে আমাদের পড়ে থাকতে হবে পেছনেই। আর সে জন্য শিক্ষার প্রতিটি ধাপেই শিক্ষার মান বৃদ্ধির সমন্বিত ও সামগ্রিক প্রয়াস নিতে হবে।

—দর্শক